

Bengali Cultural Society
Cleveland, Ohio

First of the Swaps
Banyan

Durga Puja

1993



আব্দীয় দুর্গপূজা

বঙ্গীয় সংস্কৃতি সমিতি কলিকতা, ভারত

পূজানিবেদনেই মোক কি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা পারম্পরিক সম্প্রীতির প্রসন্ন পরিবেশ সৃষ্টিতেই মোক, স্লীডল্যান্ডের বহুসমাজ আজও অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছে তার বর্ণোৎসব দুর্গোৎসবের ধারা।

দেবী দুর্গা সেই শক্তিরই প্রতীক যার কল্যাণে ন্যায় জয়ী হয় অন্যায়ের বিনাশে। শরৎ ঋতুতে তাঁর বন্দনার সূচনা হয়েছিল যখন রাক্ষসরাজ রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধদানের পূর্বে শক্তিকামনায় শ্রীরামচন্দ্র বসেছিলেন অকালবোধনে। দেবীর সঙ্গে শুভাগমন তাঁর পুত্রবয় সিদ্ধিদাতা গণেশ ও দেবসেনাপতি কার্তিকের, তথা কন্যাধর্য বাস্বেদী সরস্বতী ও ধনদা লক্ষ্মীর।

স্লীডল্যান্ডের বাঙালি গোষ্ঠীর এবং সেইসঙ্গে শুভাকাঙ্ক্ষীদের বহুমাসব্যাপী প্রস্তুতি, পরিকল্পনা তথা নিরলস পরিশ্রমেই সফল হয়েছে এ-উৎসব। বাৎসরিক এই পূজানুষ্ঠান পালনে আর্থিক তথা অন্যান্য সমায়তার জন্য সংস্থা আপনাদের প্রত্যেকের কাছে কৃতজ্ঞ।

আসুন, আমরা সকলে মিলে এ-বছরেরও উৎসবকে অনন্দময় করে তুলি।

কার্যনির্বাহী কমিটি

The tradition of Durga Puja in Cleveland is rich in the authenticity of ritual performances and in the creation of an atmosphere of cultural activities, friendship, joy and festivity.

Goddess Durga symbolizes the power of Good triumphing over Evil. Her worship at this time of the year started when Shri Ramachandra, hero of the Hindu epic 'Ramayana' worshiped her in order to seek her help in the war against Ravana, the Demon-king. The goddess is accompanied by her four children: two sons Ganesha, personifying wisdom, and Kartikeya, the warrior god; and two daughters, Saraswati, the incarnation of learning and arts, and Lakshmi, the goddess of wealth and prosperity.

Behind such a celebration lie months of preparation, planning and hard work by the members and friends of the Bengali community. We would like to express our sincere gratitude to all of you for help and contribution to this annual festival.

We cordially invite you to join us in this joyous celebration.

The Executive Committee

বিষয়

দূর্গাপূজা

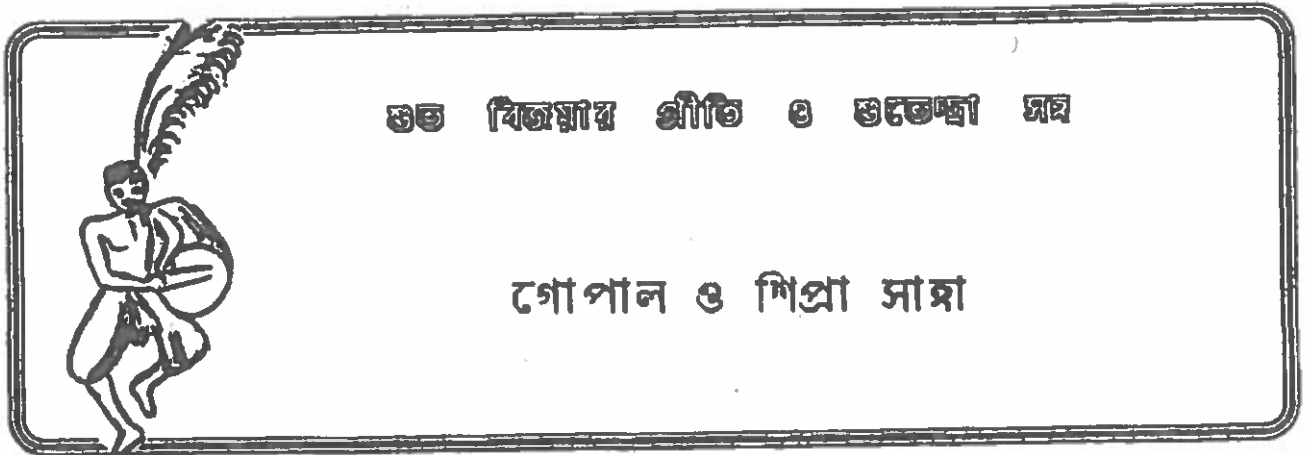
২২শে অক্টোবর, ১৯৯৩	পূজা প্রসাদ	সন্ধ্যা ৮:০০ ৯:০০	ঘটিকা ঘটিকা
২৩শে অক্টোবর, ১৯৯৩	পূজা প্রসাদ মধ্যাহ্নভোজন আরতি শ্রী শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় (কলকাতা) পরিবেশিত রবীন্দ্রসংগীতানুষ্ঠান নৈশভোজন ছোটদের বড়দের	সকাল ১০:০০ বেলা ১:০০ ১:৩০ ৬:০০ ৬:০০ ৬:০০ ৬:৩০	ঘটিকা ঘটিকা ঘটিকা ঘটিকা ঘটিকা ঘটিকা ঘটিকা ঘটিকা
২৪শে অক্টোবর, ১৯৯৩	পূজা প্রসাদ মধ্যাহ্নভোজন	সকাল ১০:০০ ১:০০ ১:৩০	ঘটিকা ঘটিকা ঘটিকা

লক্ষ্মীপূজা

২৯শে অক্টোবর, ১৯৯৩	পূজা ঐক্যভিত্তিক "টোথে আব্দুল দাদা" নৈশভোজন	সন্ধ্যা ৬:৩০ ৮:০০ ৯:০০	ঘটিকা ঘটিকা ঘটিকা
--------------------	--	---------------------------------	-------------------------

বিজয়া সন্মেলনী

১৩ই নভেম্বর, ১৯৯৩	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সন্ধ্যা নৈশভোজন	৬:০০ ৮:৩০	ঘটিকা ঘটিকা
-------------------	---	--------------	----------------



PROGRAM

Durga Puja

10-22-93	Puja Prasad	8:00PM 9:00AM
10-23-93	Puja Prasad Lunch Arati Cultural Program (Rabindra Sangeet by Shrikumar Chattopaddhayay, Calcutta) Dinner Children Adults	10:00AM 1:00PM 1:30PM 6:00PM 6:30PM 8:00PM 8:30PM

Lakshmi Puja

10-29-93	Puja One Act Play (Chokhe Angul Dada) Dinner	6:30PM 8:00PM 9:00PM
----------	---	----------------------------

Bijaya Sammelani

11-13-93	Cultural Program Dinner	6:00PM 8:30PM
----------	----------------------------	------------------

কলেজিয়েট
স্মৃতি উত্তর
ডালহু

অনুপ, মিত্রা ও অসীম রায়

Bengali Cultural Society
Cleveland, Ohio

Executive Committee, 1993

President	:	Bishnupada De
Vice-President	:	Kalyan Dasgupta
Secretary	:	Jaharul Haque
Treasurer	:	Tapas Das
Special Member	:	
Youth Coordinator	:	Ishani Bhattacharyya

Trustees

Sunil Dutta
Asim Datta
Amiya Banerjee



শুভ
বিজয়ার দীর্ঘ
শুভেচ্ছা জানাই

সুনীল ও কবিতা দত্ত

Sunil & Kabita Dutta

Durga Puja Co-ordinators

Puja	Brojesh Pakrashi, Dibyendu Bhattacharyya
Puja Arrangements	Sumitra Bhattacharyya
Decoration,	
Pratima and Mandap	Jiten De, Gouri Sa
Transportation	Nabin Nag, Sudip Bandopadhyay
Shopping	Tapas Das
Fund Raising	Sunil Dutta
Food and Kitchen	
Management	Kabita Dutta, Manjari De,
	Baikuntha Saha, Anjan Ghosh
Cultural Events	Seuli Dasgupta, Srabani Das
Brochure	
Advertisements	Jaharul Haque
Design and Layout	Jayanta Panda, Gouri Sa
Cleaning and Security	Executive Committee



LOVE INTERNATIONAL TRAVEL

OUR SERVICE IS FREE, OUR ADVICE IS PRICELESS

SPECIAL LOW, LOW FARES

India Pakistan Sri Lanka Bangladesh Nepal

FREE COMPUTERIZED PROFESSIONAL TRAVEL SERVICE

Free Travel Consultations

DOMESTIC & INTERNATIONAL TRAVEL

Passport & Visa Service Available :

SURESH K. WAGHRAY (owner)

Toll Free: 1-800-444-6185

Tel: (216) 282-6185 and 6186

Fax: (216) 282-7513



কাশী, মথুরা, হরিদ্বার শিকাগো !

ক্রয়ক সিনাট্রার সেই জনপ্রিয় গানের প্রতিধ্বনি করে আমিও বনতে চাই - 'শিকাগো - মাই কাইন্ড অব টাউন'। একথা বনার কারণ এখানকার বিখ্যাত গিউজিয়ম বা ইউনিভার্সিটিগুলো নয়, হাসপাতাল বা স্কাইস্কেপার নয়, কমোডিটি বা কিউচার্স মার্কেট নয়, পৃথিবীর সবচাইতে কস্ত ও'হেয়ার এয়ারপোর্ট নয়, ফুটবল বা বিশ্ববিজয়ী বাস্কেটবল টীমও নয়, - এ কথা বনার কারণ হ'ল আজ থেকে একশ বছর আগে এক হিন্দু সন্ন্যাসী এই সহরেই প্রতীচকে প্রথম শোনান ভারতের আধ্যাত্মিক বেদমন্ত্রের বাণী।

ধর্মমহাসমিতির সেই অনুষ্ঠানে

হে বৈদান্তিক, তুমাইলে গুরুত্বান্ত্রাণে -

'যত মত তত পথ' এ অমৃতবাণী।

ভারতের বেদমন্ত্র তুমি দিনে আনি

বিশ্বের মাঝারে।

১৮৯৩ সালের ধর্মমহাসভার সেই অধিবেশনে স্বামী বিবেকানন্দ যে প্রেম ও সহনশীলতার কথা শুনিয়েছিলেন, তার প্রতিফ্রিয়া মিসেস ও'লিয়ারীর গোপানা থেকে ছড়িয়ে পড়া আশ্রনের থেকেও ছিল শতসহস্রভুগ বেনী পঞ্জিশানী। কাশী, গয়া, বৃন্দাবন, কামাখ্যাধাম এগুলি ভারতের গুণ্য তীর্থস্থান কারণ এসব জায়গার সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে পুরাণের নানা দেবদেবীর। 'শিবজানে জীবসবা' এই তথ্যকথা যার মধ্যে মূর্ত্ত হয়েছিল সেই নরদেবতা স্বামীজীর শিকাগোর সাথে আত্মিক যোগাযোগ কিন্তু পৌরাণিক উপাখ্যান নয়, সম্পূর্ণ বাস্তব ঘটনা। সেই পুত্রে শিকাগো এক অতি গুণ্য তীর্থস্থান।

তবে তীর্থস্থান কামাখ্যাতে যেমন একটি চিহ্নিত জায়গা রয়েছে যেখানে সতীর দেহের এক অংশ পড়েছিল, তীর্থস্থান শিকাগোতে এমন কোন বিশেষভাবে চিহ্নিত জায়গা আজ আর নেই যা স্বামীজীর এসন্দে উপস্থিতির সঙ্গে অসঙ্গতিভাবে জড়িত।

কালচক্রে মুছে যান্ন সত সাক্ষস সব -

কিছু কিছু যা রয়েছে ভারই গৌরব,

ভাবি ধরে রাখি পটে।

যতদূর জানা যায়, ১৮৯৩ সালের ৩০শে জুলাই স্বামীজী শিকাগো আসেন, ড্যাকুডার থেকে মিনিয়াপোলিস হয়ে ট্রেনে। সেই ট্রেন স্টেশন আজ আর নেই। এসে তিনি এক প্রথম শ্রেণীর হোটেলে উঠেছিলেন। সেই সময়কার কিছু হোটেল শিকাগোতে এখনও আছে। তবে তাদের ১৮৯৩ সালের অস্তিত্বতালিকা সব নষ্ট হয়ে গিয়েছে - যার ফলে উনি ঠিক কোন হোটেলে উঠেছিলেন তা বনা কঠিন।

শিকাগোতে থাকাকালীন স্বামীজী প্রায় রোজই ওয়ার্ল্ডস কনফারেন্স এজগেজিশন্ দেখতে যেতেন। এই যুগান্তকারী মেলা ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের যন্ত্রপাতি, শিল্পকলা ইত্যাদির প্রদর্শনী। এখানকার মিউজিয়াম অব সায়েন্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি ছিল এই মেলার একটা অংশ, যদিও তার কিছু অদলবদল পরে হয়েছে। মিউজিয়াম থেকে ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো পর্যন্ত পুরো জায়গাটা জুড়ে বসেছিল এই মেলা।

কিছুদিন শিকাগো থাকার পর অর্থাভাবের জন্যে স্বামীজী ম্যাসাচুসেটস চলে যান ও কির আসেন ৯ই সেপ্টেম্বর। ১০ই সেপ্টেম্বর তাঁর সাথে দেখা হয় ৫৪১, ডিয়ারবর্ন স্ট্রীট নিবাসী মিসেস জর্জ হেলের। এই হেল পরিবারের সাথে পরে স্বামীজীর সুগভীর আত্মীয়তা জন্মায়। স্বামীজী এই বাড়িতে অনেকবারই ছিলেন। পত্রাবলীর অনেক চিঠিতে এই

ঠিকানার উল্লেখ আছে। ৫৪১ ভিয়ারবর্ন পরে পাল্টে হয়ে যায় ১৪১৫ নর্থ ভিয়ারবর্ন, আর ষাটদশকের শেষের দিকে ঐ বসতবাড়ী ডেঙে ওখানে তৈরী হয় উঁচু বন্দু পরিবার-বসতি।

হেনদের সে বাড়ীর দরজার চৌকাট এখন মিশিগানের গ্যাজেট রিট্রিটে রয়েছে। আর সেই বাড়ীর ফায়ারপ্রেসের কী-স্টোন রয়েছে স্যানড্রান্সিসস্কোর কাছে ওলিমা রিট্রিটের বিবেকানন্দ শ্রাভে। শিকাগোর হাড়কাঁগানো শীতের সময় স্বামীজী নিশ্চয়ই এই ফায়ারপ্রেসের সামনে অনেক সময় কাটিয়েছেন।

ঐ বাড়ীর উল্টোদিকের সেন্ট ক্রিসোস্টম চার্চও ১৮৯৩ সালেই তৈরী হয়েছিল। এই চার্চের সামনের ফুটপাথেই স্বামীজীর জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। বসন্ত থেকে ফিরে স্বামীজী বুঝতে পারলেন শিকাগোতে যে ভদ্রলোকের সাথে তাঁর দেখা করার কথা তার ঠিকানা তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে তিনি যখন এই ফুটপাথে বসে পড়েছিলেন, তখন উল্টোদিকের বাড়ী থেকে মিসেস হেন তা দেখতে পেয়ে এসে এই অদ্ভুত গেরুয়া গোষাকপরা ক্লান্ত পথিককে জিজ্ঞেস করেছিলেন 'আগনি কি ধর্মমহাসভার প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন?' স্বামীজীর দুর্দশার কথা শুনে এই করুণাময়ী মহিলা তাঁকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে যান ও পরের দিন স্বামীজীর ধর্মমহাসভার প্রতিনিধিস্বের সব বন্দোবস্ত করে দেন। স্বামীজীর জীবনের মোড় এই মহিলার সফলতায় ঘুরে যায়।

১৪১৫ নর্থ ভিয়ারবর্ন থেকে কিছু উত্তরে গেলে দেখা যাবে লিঙ্কন পার্ক। হেনদের বাড়ী থেকে হেঁটে লেক মিশিগানের তীরে এই পার্ক স্বামীজী প্রায়ই যেতেন। শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীকে তিনি বলেছিলেন যে একবার এই পার্কেই তাঁর মন যেন হঠাৎ ব্রহ্মে বিনীন হয়ে যাচ্ছিল। তখন তিনি তাঁর পরমারাধক গুরুদেবকে দেখতে পান ও তাঁর মন তখন আবার প্রকৃতিস্থ হয়ে নক্ষ্যে ফিরে আসে। এই পার্কেই এক ভদ্রমহিলা স্বামীজীর ব্যক্তিস্বৈ মুগ্ধ হয়ে তার ছয় বৎসরের মেয়েকে স্বামীজীর হেপাজতে রেখে বাজারে যেতেন। এই মেয়ে অ্যাগনিস্ ইউয়িং বড় হয়ে স্বামী অখিনানন্দের ছাত্রী হয়েছিলেন। শিকাগোর এই পার্ক এখনো আছে। এখানে গেলেই চোখ খুঁজতে থাকে পার্কের বেঞ্চগুলো, আর মন খুঁজতে থাকে বেঞ্চে বসে থাকা সেই গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীকে।

মিশিগান এভিনিউর ওপর শিকাগোর আর্ট ইনস্টিটিউট, যেখানে স্বামীজী তাঁর ঐতিহাসিক ডাষণ দিয়েছিলেন, আগের জায়গায় এখনও আছে। অবশ্য বাইরেটা আগের মত থাকলেও ভেতরটা পুরো পাল্টান হয়েচে। সে কলস্বাস হল এখন আর নেই। সে হলের মাঝখানটা নিয়ে এখন হয়েছে ফুনাটন হল, আর বাকী জায়গাটা নিয়ে হয়েছে ক্লাসরুম আর গ্যানারী। এই ফুনাটন হলই ১৯১৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর শিকাগোর বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটি ও ভারতীয় কনসাল্টেটের প্রযোজনায় স্বামীজীর ডাষণের শতবর্ষজয়ন্তী পালন করা হয়। সেই হলের ভেতর বসলে বা ইনস্টিটিউটের সামনের সিঁড়ি ধরে উঠলে এক্ষ বছর আগের কথা মনে করে যেন গায়ে কাঁটা দেয়।

পত্রাবনীতে আর একটা বাড়ীর ঠিকানার উল্লেখ আছে সেটা হ'ল ২৬২ মিশিগান এভিনিউ, জন নায়নসের বাড়ী। ধর্মমহাসভায় বজুতার সময় ও তার পরে স্বামীজী এই বাড়ীতে ছিলেন। সে বাড়ীটার জায়গায় উঠেছে এখন হিন্টন হোটেল।

হিন্টন হোটেলের কাছাকাছিই আধুনা ৪১০ সাউথ মিশিগান ছিল তদানীন্তন ফাইন আর্টস্ বিল্ডিং যেখানে ভক্ত স্লোরেন্স অ্যাডামসের স্টুডিওতে স্বামীজীর অনেক ক্লাস হয়েছিল। এ বাড়ীটা এখনও আছে। এর পাশেই হ'ল

বিখ্যাত অভিনেত্রী ম্যারিয়ার যার ম্যানেজার তখন ছিলেন জ্যাকবস অ্যাডাম্‌সের স্বামী। এটা আশা করা যায় যে স্বামীজী একবার অন্ততঃ এখানে থিয়েটার দেখেছিলেন। যারা ইদানীং এই থিয়েটারে 'মিস্ সাইগন' দেখেছেন তারা এ কথা চিন্তা করেছেন কিনা জানিনা।

অধুনা ১২১০ অ্যাক্টর স্ট্রীটের বাড়ীতে স্বামীজী তাঁর স্বিতীয়বার আমেরিকাভ্রমণের সময় থেকেছিলেন। স্বামীজী যেসব বাড়ীতে থেকেছিলেন সেগুলোর মধ্যে এটাই একমাত্র বাড়ী যেটা কানপ্রোভ অমান্য করে আজও দাঁড়িয়ে আছে। ১৮৯৭ সালে হেল পরিবার এই বাড়ীতে চলে আসেন। তখন এ বাড়ীর নম্বর ছিল ১০।

শিকাগোর 'ম্যাগনিফিসেন্ট মাইল' বন্দলে লোকে বোঝে মিশিগান এভিনিউ ব্রীজ থেকে ওয়াটার টাওয়ার মন পর্যন্ত রাস্তা যেখানে গৃথিবীর সেরা সেরা সব দোকানের সারি। প্রকৃতপক্ষে 'ম্যাগনিফিসেন্ট মাইল' হওয়া উচিত ছিল হিন্টন হোটেল থেকে আর্ট ইনস্টিটিউট পর্যন্ত রাস্তা যেটা ধরে ধর্মমহাসভার অধিবেশনের সময় স্বামীজী রোজ যাতায়াত করতেন। কল্পনায় দেখতে পাই এই রাস্তা দিয়ে কানো কোট পরা, গেরুয়া পাগড়ী বাঁধা এক অসামান্য পুরুষের হাত ধরে নিয়ে ঘাচ্ছেন স্তম্ভবস্ত্রাবৃত্তা, বীণা হাতে এক অপরাগা নারী। স্বামী বিবেকানন্দ ও দেবী সরস্বতী। কি অগূর্ব মিনন!

স্বামীজীর সঙ্গে সরাসরিভাবে জড়িত বেশি জায়গার অস্তিত্ব জানামত শিকাগোতে এখন আর নেই, তবুও -

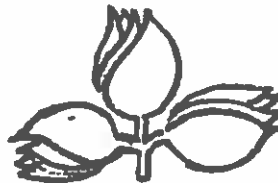
শিকাগোর অনিগনি অটোনিকা যত,
তব স্পর্শে ধনী; শুধু আমি ভাগ্যহত।
..... যুক্তি শুধু তাই,
বাড়ী, ঘর, পার্ক, গির্জা যা কিছুই পাই -
চরণস্বাক্ষর তব লেখা আছে যেথা।
কল্পনায় তুমি মোরে নিয়ে যাও সেথা,
সেদিনের শিকাগোতে।

স্বামীজীর পদধূলি শিকাগোকে দান করেছে অমৃতস্ব। শতসহস্র অ্যান কাগান ও জন ডিলিজার মিলে তার প্রভাব কখনো নষ্ট করতে পারবেনা। তাই আজ কাশী, মথুরা, হরিদ্বার, বৃন্দাবন ইত্যাদি গ্রাচের তীর্থস্থানগুলোর সঙ্গে একই নিঃস্বাস নাম করতে চাই প্রতীচের শিকাগোর!

হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থ জাগো রে ধীরে
শিকাগোর বুকে, নীল মিশিগান নেকের তীরে।

- অসীম চৌধুরী

(কিছু ভাষ্যর জন্য লেখক শিকাগোর বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটির কাছে কৃতজ্ঞ)



মহিষাসুর বধ

মনিষা দাশগুপ্ত

“যদহতমন্তন দিবা ন রাগ্নি ন মন
তদক্ষরং তৎ মবিত্ত্বনৈতৎ প্রজ্ঞা
চ তস্মাৎ প্রসূতা পুরানী”।

পুরানো পুঁথির পাতার মর্মরে একদা যে কথা লেখা ছিল স্মৃতি ও শ্রুতিতে যা হয়ে উঠেছিল জীবন্ত; বিশ্বাস অবিশ্বাসের ঝঁঝ ভেঙে তা হয়ে উঠেছিল সত্য- সেই পুরাণ কথাকে ঝাঁটিলে রেখেছিল মানুষ তার ভক্তি আর বিশ্বাসের ঝঁঝন দিয়ে। সত্যতার ক্রমবিকাশের মধ্যও তা হাফিয়ে যায়নি মানুষের মনের গভীর লব্ধে। অধুনিকতার ছোঁয়ায় ও তা ফলন হয়ে যায় নি। স্মৃতির জাপন গভীর অত্মস্থল থেকে। সেই বিশ্বাস আর ভক্তির প্রবাহে আজও তুলসী তলায় ত্বলে উঠে প্রদীপ; প্রবাসে বেজে উঠে শঙ্খ-ধ্বনি, ইশ্বরের উদ্দেশ্যে আজও নৈবদ্যের খালা সাজিয়ে আমরা ঝাঁটিয়ে রাখতে চাইছি হাজার হাজার বছরের অতীত পুরাণকে। মাহলিক উপাচারের মধ্য ঝঁজে পেতে চাইছি অসীম কৃষ্ণের অস্তিত্বকে। মনের ভক্তির অর্ঘ্য দিয়ে ঝঁজে পেতে চাইছি অনন্তকালের অক্ষ কঠিন জিজ্ঞাসার উত্তরকে- হৃদয়ের অসুভূতি আর বিশ্বাসের ধারকে বার বার খুলে রেখে পেতে চাইছি পরম সত্যনা।

যে পুরান কথার জালে আর প্রমেতে গুরু হয়েছিল আমাদের শিশুমনের বিশ্বাসের আর ভক্তির বনিমাদ, আজও সে কথা, রীতিনীতি আর প্রমেতে গুরু হয়েছিল আমাদের শিশুদের জীবন। তাদের ঐ জিজ্ঞাসামনকে বিশ্বাসের আর ভক্তির আচ্ছাদনে ঢাকবার জন্য আমরা এই গল্পের অপ্রত্যক্ষনা-

মহিষাসুরের দৌরাশ্বেয় ন্যগ, মর্ত্য, পাতাল অস্থির হয়ে উঠেছিল। ব্রহ্মার বরে মহিষাসুর হয়েছিল অজয়, অমরা ত্রিভুবন তখন যায় যায়। দেবতার নিজেদের নিয়েই অস্থির হয়ে উঠেছেন। দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যগধাম তখন ধরে রাখা কঠিন। দেবতার শশব্যস্ত হয়ে ব্রহ্মার কাছে হাজির হলেন। -এখন উপায়? ব্রহ্মা একটু চিন্তা করলেন তারপর ভেবে বললেন একটা উপায় আছে; সমস্ত দেবতার দেবতেজে এযদি কোন মাতৃশক্তিকে তৈরী করা হয় তবে তার হাতে মৃত্যু হবে মহিষাসুরের। দেবতারা শুনেই লগলেন কাঁচ। তাদের সম্মিলিত দেবতেজ রশ্মি দিয়ে তৈরী করলেন মাতৃশক্তি মহামায়া, দেবী দুর্গার।

সমস্ত দেবতা সেই মহামায়াকে সাজিয়ে তুললেন তাদের অঙ্গ দিয়ে। দেবাদিদেব মহাদেব দিলেন তাঁর শূল লব্ধে তৈরী করে আর একটা শূল। বিষ্ণু দিলেন তার চক্রের লব্ধে সৃষ্টি করে একটা চক্র। বরুণদেব দিলেন শঙ্খ, অগ্নিদেব দিলেন শক্তি। বসু একটা খনুক ও দু'টি তুণ। দেবরাজ ইন্দ্রের লব্ধে পেলেন বজ্র ও ঘণ্টা। যম দিলেন তার কলদন্ড লব্ধে একটা দন্ড, বরুণদেব তাঁকে দিলেন পাশ। প্রজাপতি ব্রহ্মা দিলেন রত্নক্ষের মালা ও বসুদুল। সূর্য্যদেবের কাছে লব্ধে পেলেন বিরাট, মাতৃদেব দিলেন খড়্গ আর ঢাল। বিশ্বকর্মা দিলেন কুর্কর ও নানা অঙ্গ, কর্ম। রণসাজে সজ্জিত হতে লাগলেন দেবী দুর্গা। পর্বতরাজ হিমালয় দিলেন তাঁর বাহু সিংহ। বাসুকি দিলেন মহামতি যুক্ত নাগাহার। দেবীকে সাজিয়ে তুললেন ফীর সমুদ্র উল্খল হয়, দুটি কুন্ডল, একটি সাদা অর্ধচন্দ্র বেগুণ, নুপুর ও অঙ্কুরী দিয়ে। সমুদ্র তাকে পরিবেশ দিলেন পল্লবের মালা।

দেবতেজে, অঙ্গ, অলঙ্কারে ভূষিতা দেবী দুর্গা মহামায়া অসুর বধের জন্য প্রস্তুত হলেন। এদিকে মহিষাসুর মহামায়ার মায়াম রূপে ন্যগন দেখলেন কালীরূপে দুর্গা এসেছেন তার কাছে, মহিষাসুর ভক্তিতে অর্ঘ্য উপহার দিচ্ছেন। মুগ্ধ চললো মহিষাসুরের সাথে মহামায়ার। মুগ্ধ হার মানতে হলো মহিষাসুরের। পরাজিত হলো মহিষাসুর। শূলে বিশ্ব করলেন দেবী। মহামায়ার হাতে প্রাণ দেবার আগে শুক্র মহিষাসুর তার শেষ ইচ্ছা নিবেদন করলেন। প্রার্থনা করলেন দেবীর কাছে তার অমরতা। মর্ত্যধামের মনুষ্যের কাছে অমর হয়ে থাকতে চান মহিষাসুর। দেবী তার ইচ্ছা পূর্ণ করলেন। শুক্র মহিষাসুরের প্রার্থনা কথা গেলনা। মহামায়ার কন্দনার সাথে মগ্ন বন্দিত হলো মহিষাসুর। সত্যযুগ থেকে চলছে সেই আরাধনা। সত্যযুগে সুরথ রাজা আর স্মাধি বৈশ্য দুর্গামূর্তি তৈরী করে তিন বছর পূজা করেছিলেন। প্রত্যয়ুগে রাক্ষস চৈত্রমাসে মাতৃ-বন্দনা করলেন, আর শরৎকালে রাক্ষস বধের জন্য অক্ষয়বোধিন বরে রামচন্দ্র বধেছিলেন দুর্গাপূজা। রামচন্দ্রের সেই দুর্গাপূজাই আমাদের আজকের শারদীয়া মাতৃপূজা।

সেই সত্যযুগ থেকে মহামায়ার পদলক্ষণ হয়ে আজও পূজিত হচ্ছেন মহিষাসুর। পুষ্প-অর্ঘ্য সাজিয়ে আজও করণ করে চলেছি দেবীর সাথে সেই পরাক্রমশালী নরনীয় অসুরকে। মহাশক্তি মহামায়ার অসীম বন্ধনায় অমর হয়ে রইল মহিষাসুর পুরাণ সাহিত্যে, কাব্যে, মানুষের মনে আর শিল্পীর শিল্পতে।

মোদের গরব

কল্যাণ দাশগুপ্ত ।

ভাষা নামক বস্তুটির প্রকৃতিটা অনেকটা গাছের মতো। সে ভালোবাসা চায়। ভালোবাসায় তার ডালে ডালে ফুল ধরে। তার চাইতেও বড় কথা, অবদেলায় সে শুথিয়ে যায়, মরে যায়।

আমাদের বাঙলাও গাছই বটে, কিন্তু কী আশ্চর্য, শত অবদেলা সত্ত্বেও আজও সে জীবনধারণ করে আছে। আছে যে, তা আমরা খুব জানি। শুধু, জীবনধারণ করে থাকা আর বাঁচার মতন করে বাঁচার তফাৎটুকু অন্তত বাঙলা ভাষার ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। যে বাঁচা আমাদের ভাষা বেঁচে আছে তাতেই আমরা সন্তুষ্ট, তাই নিয়েই আমাদের গর্ব, আমাদের আশা।

তদুপরি, আর কিছু না থাকলেও আমাদের উচ্ছ্বাসের অভাব নেই। আমরা মুখর মতে জানি, আমাদের ভাষা যে মমান ভাষা, গলা ফাটিয়ে বিশ্বজনকে একথা শোনাতে আমাদের স্মৃতি নেই। বস্তুত মাতৃভাষা নিয়ে বহুবাঙ্গীর যে কী পরিমাণ অহঙ্কার, ভূভারতে কারও তা জানতে বা কি নেই। এবং এ কারণে বহির্বিশ্বে তাকে স্নেহোক্তিও শুনতে হয় কম না।

তবে ব্যবহারিক জীবনে বাঙলার দৌড় যে কতদূর, সে সম্পর্কেও সচেতনভাবেই দোক আর অবচেতনভাবেই দোক আমরা সকলেই অবসিত। না সরকারী বা বেসরকারী কাজকর্মে, না উচ্চশিক্ষায়, কোথাওই বাঙলাভাষার ম্মান নেই। শিক্ষিত বাঙালী যে বাঙলায় কথা বলেন, তার কতটুকু সত্যিই বাঙলা আর কতটুকু নির্ভেজাল ইংরেজি তাও এই প্রসঙ্গে বিবেচ্য। সাধারণ বাক্যালোপের বাইরে একমাএ সাক্ষিত্য, ধর্মসভায় ভাষণ এবং রাজনৈতিক ইচ্ছাম্বারের মাধ্যম ময়েই টিকে থাকার এ-দৃষ্টান্ত সপ্রশংস বিম্ময়ের সঞ্চার করলে করতেই পারে।

কিন্তু, শুধুমাত্র সাক্ষিত্যের বাহন রূপে বিরাজ করা কোনও ভাষার পক্ষে পুষ্টিকর কিনা তা নিয়ে কিছু চিন্তাভাবনায় বোধহয় সময়ের অপব্যয় হবেনা। অন্তত এটুকু বোঝা দরকার যে বৈজ্ঞানিক পরিভাষার প্রসঙ্গোপযোগী প্রয়োগ পৃথিবীর যে সমস্ত সাক্ষিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে, আজও বাঙলা তাদের সমগোত্রীয় ময়ে উঠতে পারেনি। কোনওদিন ময়ে উঠবে বলেও মনে হয়না। তার কারণ সাক্ষিত্য ও বিজ্ঞানের মাঝখানে আমরা একটা সুবিধাজনক প্রাচীর নির্মাণ করে রেখেছি। বহুবাঙ্গীর জটিলক বহুবন্দিত মনস্বী সন্তান অধমকে বলেছিলেন, "বাঙলা আমাদের আরাধ্য, সাক্ষিত্যের মন্দিরে আমরা তার পায়ে মা মা বলে লুটিয়ে পড়ব, কিন্তু সাক্ষিত্যের বাইরে তার জানাগোনার দরকার নেই।" তিনি নতুন কোনও কথা শোনাননি কেননা পুরাণত সংস্কারের বন্ধন ছিল করে পশ্চিমের সমকক্ষ মতে আমাদের শ'দেড় দুই বছর ব্যাপী উদ্যোগের ইতিহাসে পূর্বাণর এ-নিয়মই বলবৎ রয়েছে। যাদের মুঢ় ম্মান মুখে ভাষা দিতে না পারলে পিছটানে আমাদেরও আছাড় খাবার ভয়, তাদের দৌড় বড়জোর সাক্ষিত্য অবধি, এই প্রত্যয়েই সেই বিদ্যাসাগর মশায়ের যুগ কি তারও আগে থেকে আমরা শুধুমাত্র ইংরেজিকে আশ্রয় করে আধুনিক মতে সচেষ্ঠ। আ "পামর" জনসাধারণের সামনে জ্ঞান বিজ্ঞানের সমস্ত দরজা খুলে দেবার প্রয়োজন বুঝলে, ময়তো টীন জাপানের মতো আমরাও জীবনের সর্বত্র পথ করে দিতাম মাতৃভাষার।

না দিয়ে কি আমাদের কোনও ক্ষতিই হয়নি? মতনা, যদি ভাষার ব্যবহারিক প্রয়োগ ব্যাপারটা শুধুমাত্র অফিস-কাছারি, শিক্ষাকেন্দ্র কি নিরীক্ষাগার জাতীয় কিছু বিশেষ ম্মানের প্রক্রিয়ারভুক্ত মত। সেক্ষেত্রে আমাদের জীবনে বাংলা ভাষাকে আমরা যে টুকু জায়গা দিয়েছি, তাতেই বেশ চলে মত। কিন্তু আধুনিক জগতে মাতৃভাষাকে অন্তঃপুরবর্তিনী করে রাখায় আধুনিকতারও "বিলিতি" মাল নামক তকমা ঝঁটে বৈঠকখানার একপাশে ঠায় বসে থাকার ভয়। বস্তুত, আমাদের শিক্ষিত মমলেরও আধুনিকতাটা আজও অনেকটাই বোধহয় "যবন," "স্ত্রিনদেশী"। যেমন, দৈনন্দিন জীবনে শিপবিশ্বানের যেখানে যেটুকু প্রয়োগ, তারও কোথাও বাঙলা ভাষার প্রবেশাধিকার নেই। টেলিফোনকে "দূরভাষ" বা "দূরালাপনী" নাময় না-ই বন্দাম, নিজের টেলিফোন নম্বরটিকে "one two three-four five six seven" না বলে "এক দুই তিন-চার পাঁচ ছয় সাত" বলতে বাধা ছিল কোথায়? স্বদেশে বিদেশে এমন বহুসন্তান কি কেউ আছেন যিনি

নিজের গাড়ীর নম্বরটি বাঙলায় বলেন? টীন জাপানে কিন্তু বলে। ওরা জানে 1, 2, 3, ইত্যাদি সংখ্যাবাচক চিহ্নের কোনও জাত নেই, ওদের one, two, three না পড়ে এক, দুই, তিন পড়ায় কোনও জুল নেই। অন্য দিকে, আজও শিক্ষিত বহু বাঙালী 1, 2, 3, ইত্যাদি চিহ্নগুলিকে "ইংরেজি" এবং ১, ২, ৩, ইত্যাদিকে "বাঙলা" বলে সনাক্ত করে থাকেন। দেশপ্রেমিক বাঙালীর গাড়ীর নম্বর প্লেটে "ডব্লিউ বি এ ১২৩৪" জাতীয় বঙ্গীকরণের দৃষ্টান্ত চোখে পড়েছে। এতে করে বহুভাষাসরুভীর অশু-মোটন সম্ভব কিনা বিধাতাই বলতে পারবেন।

অতদূর যাবারও দরকার নেই। বাংলার প্রয়োজন আমাদের প্রাত্যহিক কাজে কর্মে এতো জম্প যে প্রুই ১, ২, ৩ ইত্যাদির পিঠোপিঠি পূরণবাচক বা ordinal সংখ্যাসূচক শব্দ বাঙলায় পড়েই ওঠেনি। এযাবৎ আমরা প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি শব্দ দিয়ে কোনওমতে কাজ চালিয়ে এসেছি, কিন্তু এভাবে খাঁটি সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করে তাকের উপরে সাজানো বইগুলির মধ্যে fifteenth বইটিকে নির্দেশ করা দুঃসাধ্য। জনৈক বিচক্ষণ ব্যক্তিকে নিজ সন্তানাদি সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে বলতে শুনেছি "আমার চার নম্বর ছেলে" বা "সাত নম্বর জামাই"।

পদ্ধতিটি কজনেনর মনে ধরবে জানিনা, আমার নিজের তো ভির্ষি খাবার যোগাড় হয়। অতি সম্প্রতি "আর্গারোতম" জাতীয় শব্দ চালু হয়েছে, কিন্তু দৈনন্দিন কথোপকথনে চলবে কী?

বাঙলাভাষার আরেক দৈন্য Mr. বা Mrs. জাতীয় শব্দের অভাব। রামচন্দ্র মুখার্জীকে রামবারু বলে সম্বোধন করলে তাঁর পদমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে পারে। যদি বা না হয়, তাঁর ধ্রীকে কী নামে ডাকব? রাজশেখর বসু প্রস্তাব দিয়েছিলেন "স্রীতাদেবী" সম্বোধনের, প্রয়োগ করে শুধু শুধু নারীজাতির বিরাগভাজন হতে চাইবে কে আজ? সাধ্য কী রামচন্দ্রের Mr. মুখার্জী খেতাব মোচনের? হিন্দীতে "মুখার্জী-জি" সম্বোধনে রামচন্দ্র প্রসন্ন হবেন কিনা জানিনা।

WM. B. THOMPSON, CLU, CPCU, RHU

Insurance Agency

28001 Chagrin Blvd., #210
Woodmere Village, OH 44122
Office: (216) 292-4855



All Forms of Insurance:
AUTO, HOME, LIFE, HEALTH,
ANNUITIES, MUTUAL FUNDS

প্রত্যেক ভাষায়ই অস্পষ্টতার বিদেশী শব্দের আগমন ঘটে থাকে, বাঙলাও অবশ্যই এ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। বস্তুত, চিন্তা করে দেখলে অনায়াসেই বোঝা যাবে বাঙলাভাষায় বহুব্যবহৃত "জার্মানী", "মাক্সেরি" ইত্যাদি দেশবাচক শব্দগুলি প্রায় প্রত্যেকটিই বহিরাগত, এবং সমস্ত কারণেই তাই। কিন্তু সমস্যা হল এ শব্দগুলির প্রতিস্থানীয় বিশেষণগুলিকে নিয়ে। বাঙলায় জার্মানী ও মাক্সেরির মানুষ ও ভাষা প্রকাশক বিশেষণ যথাক্রমে জার্মান এবং মাক্সেরিয়ান। সরাসরি ইংরেজি থেকে লাফিয়ে ঢুকে পড়া শব্দাবলী। আরও যা চমকপ্রদ তা হল এই যে বাঙলা খবরের কাগজে মন্যান্ড বা নেদারল্যান্ডের ভাষা "ডাচ"। যেহেতু ইংরেজিতে তাই। বিশেষ্য থেকে বিশেষণ গঠনের বাঙলা ব্যকরণেরও যে কিছু নিয়মকানুন আছে কে তার ধার ধারে?

যেসব জায়গায় আগে বাঙলা চলত, সেখান থেকেও আজ তাকে প্রশংসা দিতে যেতে হচ্ছে। স্বদেশে সরস্বতী পূজার টাঁদার বই বর্তমানে ইংরেজিতে ছাপা হচ্ছে, বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রে এখন বাঙলার সঙ্গে ইংরেজিও বিধেয়, আশা করি অনতিকালের মধ্যেই ওটিরও ইংরেজিকরণ সম্পূর্ণ হবে। আজকাল বিয়ের প্রীতিভোজে ভোজ্য সরবরাহকারী কোম্পানির শরণাপন্ন মন বহুবাসী, এবং খাবার টেবিলে এমনই এক কোম্পানির দ্বারা ইংরেজিতেই মুদ্রিত একটি খাদ্যতালিকায় শোভা পাচ্ছে দেখেছি chachchari বানানে একটি খাদ্যের বিস্তৃতি।

উদাহরণ আরও অনেক দেওয়া যেত, কিন্তু স্থানাভাবে নিরস্ত হতে হচ্ছে। শুধু প্রশ্ন, ত্রুটসবেও বহুবাসীরাপ বৃদ্ধ আর কতদিন পুষ্পোৎসব হবে? আমরা কী নিয়ে বাঁচব? রাষ্ট্রভাষা ("রাজভাষা" ইতি Indian Airlines উবাচ) নিয়ে? বাঁচতে না চাইলে অবশ্য আলাদা কথা। অ্যাতেলেকটুয়াল বহুসন্তানের মনের গমনে কে ঢুকবে?

পরিশেষে জিজ্ঞাস্য, বাঙলায় কথা বলাকালীন নিজ দেশ সম্পর্কে উল্লেখ করতে India-র বদলে ভারত শব্দটিই বা আমরা কবার প্রয়োগ করি?

Season's Greetings

Satesh K Waghray

M.D., F.A.A.F.P.

Diplomate American Board of Family Practice

24693 Lorain Road, N.Olmsted, OH 44070
216/777-5666 * Answering Service: 216/529-8383
Monday - Saturday, Except Wednesday

Vegetarian Diet: Ideology or Science ?

Mladen Golubic

The body is the product of the food that you eat. and the inner psychic instruments- the mind, imagination, intellect, and ego-are also products of the food you eat. Food is life. Food is realization. And food is heaven as well as hell.

Swami Muktananda

Eating is a miraculous act by which we are taking life-sustaining energy from the ecosystems of our planet. The origins of the observation that the food we eat strongly influence our health and well-being one can find both on West and East. For example, in the fifth century BC. the Greek physician Hippocrates, known as father of modern medicine, spoke of letting food be our medicine, while according to a traditional Japanese saying "Medicine and food have the same source". Today, progress in science and medicine has resulted in discoveries that increasingly concur with this ancient wisdom.

The dramatic changes in the diet that happened in the last two centuries in affluent Western countries, accompanied by a sedentary way of life, are responsible for an enormous increase in obesity and such chronic diseases as cardiovascular disorders and cancer. The typical diets eaten today in these societies centered around meat, what represented a sharp departure from the plant-centered diets before the Industrial Revolution. As a consequence of meat-based diets modern people consume too much fats and proteins, frighteningly low amounts of dietary fiber and miniscule amounts of numerous health-promoting, naturally occurring chemicals present exclusively in plants. Although available evidence indicates that the natural human diet is omnivorous and would include meat, *people are not, however, required to consume foods of animal origin.* Such foods, once thought to be essential to health, are unnecessary and even detrimental to human health. Moreover, they do not contain any nutrients which are not available in more healthful plant foods.

Greetings from

Prasanta K. Raj

M.D., M.S., F.A.C.S.

Fairview Hospital Physicians' Center

18099 Lorain Road, Suite 200

Cleveland, OH 44111

216/671-1140

It should not come as a surprise, therefore, that a large body of scientific evidence obtained in the last two decades strongly suggests an urgent need to replace the food of animal origin with plant foods in the diet. There are numerous health-related reasons for such a suggestion, but I will focus only on two major issues - coronary artery disease and cancer. Most of the people are aware of the fact that dietary cholesterol and saturated fats are the major factors which clog the arteries and lead to the heart attack. Saturated fats also increase the risk of several human cancers, particularly those of colon, breast, pancreas prostate. Many, however, do not know that all animal products (meats, dairy products, and eggs) naturally contain high quantities of these disease-producing fats. On the other hand, plants cannot synthesize cholesterol (and therefore contain none) and are very poor source of saturated fats (with avocado and coconut as exceptions). Since our bodies can produce both, cholesterol and saturated fats, in the necessary quantities there is no need for their consumption through animal products.

Meat-based diets, besides being loaded with cancer- and heart disease-promoting fats, have several additional shortcomings. First of all, such diets are by definition deficient in the dietary fiber is a vague term used to define those portions of plant cells that cannot be digested in human intestinal tract. *Dietary fiber, therefore, comes exclusively from plant sources. All plant foods except oils and sugars contain fiber. Meats, dairy products and eggs contain no fiber whatsoever!* Consumption of these animal-derived foods is the main reason why the average adult American consumes only about 11-13 grams of fiber per day. In

RAM JEWELERS INC.

"Your Favorite 22kt Jeweler"
Wishes you HAPPY DURGA PUJA
Please Visit Us and Take Advantage of Our
DIWALI SALE (Oct. 21- Nov. 20)

9379 SPRAGUE ROAD (AT YORK RD.)
TIMBER RIDGE PLAZA
N. ROYALTON, CLEVELAND, OH 44133
(216) 843-4463 or (216) 843-4466

Hours: Mon - Fri 12:30 - 7:00
 Sat 11:30 - 7:00
 Sun 12:00 - 6:00
 Tuesday Closed

contrast, vegetarians very easily get 30-40 grams of the dietary fiber, the amount recommended by the National Academy of Sciences and the National Cancer Institute.

Since you might wonder what is so good about this stuff we cannot digest, it is important to emphasize the dietary fiber is as vital for our health as the air we breathe. Some types of dietary fiber very efficiently lower serum cholesterol, improve glucose regulation in diabetics and thus reduces the risk of heart disease and diabetes. Yet another types of the dietary fiber reduces the risk of colon and breast cancer. The presence of the fiber in the bowels ensures their regular motility and prevents constipation and hemorrhoids. High-fiber foods (whole-grains, beans, vegetables and fruits) also play an important role in body weight control, because they are low in fats. Such foods also have the capacity to hold water and provide feeling of fullness before too much energy is taken in.

People consuming a typical high-fat, low-fiber, meat-based diets have a very low regular intake of vitally important vegetables and fruits. This could have adverse effects on their health because *the most consistent finding in numerous epidemiologic and clinical experimental studies on diet and cancer in humans is that eating large amounts of green and yellow vegetables and/or fresh fruits is associated with protection from a variety of cancers.* This protective effects are believed to be due to the presence not only of the dietary fiber, but also to the high content of antioxidant vitamins, such as beta-carotene, vitamin C and vitamin E. These powerful substances are able to prevent cancer development and atherosclerosis, and retard the process of aging. This could in part explain why vegetarians live longer than their meat-eating counterparts.

The story about the health benefits of plants, however, does not end here. Plants are very complicated in that they contain large number of chemical compounds, other than dietary fiber and antioxidant vitamins what may be for health beneficial. For example, large amounts of so called non-nutrients which prevent cancer development are found in

FOR CLEAN, QUALITY GROCERIES & VEGETABLES
Visit

ASIAN IMPORTS

777-8101

26885 Brookpark Road Extn., North Olmsted, OH 44070

Quality Products, Reasonable Price

We also carry 220V appliances, Sarees & S.S Utencils.

TRY

Delicious, Homemade Indian Dishes

Next Door at

Bombay Express

cruciferous vegetables (cabbage, broccoli, kale, cauliflower, mustards, and Brussels sprouts), Allium spices (garlic, onions, leeks and shallots) and soybeans and foods derived from soy. Again, this represents an additional argument why vegetarian diet must be considered if one wants to eat a truly healthy diet.

Vegetarianism however is not only a diet, but a whole other way of living where many aspect of modern life can line up. Concern for the environment, concern for health, and concern for resource distribution between rich and poor countries can all come together through the way one eats. My feeling is that the only reason why words *vegetarian diet* are not officially recommended by the National Academy of Science as the healthiest diet for human is purely political or ideological, because scientific evidence is consistently, strongly, and overwhelmingly leading to such a recommendation. Vegetarian diet based on whole-grains, vegetables, legumes and fruits is clearly the diet most compatible with the health of the human body and mind as well as the health of our Earth, upon which we all depend. First, *vegetarians clearly show lower risk for all cancers*, particularly for major killers such as colon, breast, lung, prostate, pancreatic, and uterine cancer.

Second, a vegetarian diet *provides all essential nutrients*. it is the best diet to lower cholesterol and therefore to decrease the risk of coronary disease. Vegetarians are also at lower risk of non-insulin dependent diabetes mellitus, high blood pressure, obesity, osteoporosis, gallstones, kidney stones, diverticular disease, constipation, and alcoholism.


Third, such a diet is *the most compatible with the health of the planetary ecological body*. Healthy and prosperous human species can exist only in a harmony with other life

Perera
SEASON'S GREETINGS
From
Travel Center

36 South Wabash Ave., Suite 620, Chicago, IL 60603
Telephone: (312) 726-0088

LOW FARES WITH RELIABILITY

- Indian Sub Continent
- Land Packages & Cruises
- Other International Destinations



Call 800-333-5228

26703 Brookpark Road Ext. 779-5774
North Olmsted

With Best Compliments
From
Cuisine of India
THE BOMBAY EXPRESS
INC.

Reservations Suggested

Sun.-Thur.	Dinner
Fri.-Sat.	5:30pm - 9:00pm
	5:30pm - 10:00pm

Masala Dosas - Our Specialty
served Fri, Sat & Sun evenings



forms on a healthy Earth. Our dietary choices directly affect the problem of world hunger and global ecology. Vegetarians are gentle on Earth. It is estimated that twenty strict vegetarians (vegans) can easily live off the same land and water supply required to sustain one meat-eater. Meat-based diets create state of unhealthy over nutrition in developed countries. The American adult population is currently 1.5 billion pounds overweight! On the other part of the planet such as a diet creates hunger. Although human through agriculture produce more than enough food to feed every human being, they do something terribly wrong. Instead of feeding themselves directly, the produced grains and soybeans they waste by feeding billions of animals.

On questions of ethics and diet Buddhists and many Hindus follow the prescribed ideals of nonviolence. For Gandhi, for example, there was no fundamental distinction between nonviolence in politics and nonviolence in the diet, no difference between violence to fellow humans and violence to other creatures. Many sects of Hinduism are today lacto-vegetarians (vegetarians who consume dairy products) and Chinese Buddhist clergy are vegan. On the West, the Essenes, Nazarenes, and early Christian Gnostics, among others practiced vegetarianism. The Catholic Trappist monks and most of the Seventh Day Adventists are vegetarians, too. The modern Christians who do not have prescribed ideals of nonviolence as Hindus or Buddhist would do well to try to imagine Jesus working in a slaughterhouse. With love as His supreme value, Jesus could no more swing the sledgehammer than wield the knife.

Even the most conservative meat-eater must admit that the list of benefits to human and planetary mind and body attributed to the vegetarian diets is indeed impressive. On the other hand, it is so clear that meat-based diets do not promote either the health of human or planetary organism. Several questions naturally arise. Why human being do not universally embrace the vegetarian diets? Why do they continue to eat a diet that makes

ENDORSED BY



TEL : (908) 727-4447

FAX : (908) 727-5770



TRAVEL PROS INC.

Domestic & International Airline Tickets

ASHOK SHIVALKAR
PRESIDENT

40 ROUTE 34, SUIT C,
OLD BRIDGE, N.J. 08857

them sick, a diet that is causing so much pain and suffering to the whole planets? How it is possible that in spite of the name we gave to our species *Homo Sapiens* (Sapiens meaning wise) we do not eat the best food we can get on our magnificent blue planet?

People may not realize that eating meat is killing them, because it takes long time for the health consequences of meat eating to become evident. For many people it is difficult to equate an immediate sacrifice with future gain in wellness. A transition to a vegetarian diet requires active, the most probably unpleasant individual behavioral modifications, and many Americans eating typical meat-based diet may resist it.

In order to take action in changing some aspects of the diet that might be detrimental to your health the knowledge on diet and disease relationship will enable you to make a wise and responsible choice. But you have to do it. Nobody can do it for you. Every step, regardless how small, in adding more vegetarian dishes to your diet and reducing the amounts of animal products is beneficial. How far you are willing to go is up to you. *Though the processes of changing your dietary lifestyle you might discover that you have the power, the right, and the responsibility for your health and well being.* You might realize that you do not have to remain a victim of propaganda from the powerful meat and dairy lobbyists, but that you are free to choose differently - to choose better!

(Mladen Golubic, M.D., Ph.D. is a Project Scientist at the Molecular Biology Department of the Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, Ohio and a student at the American Yoga Association, Cleveland, Ohio, USA).

IMMIGRATION Immigration

Margaret W. Wong
Attorney at Law

Margaret W. Wong & Assoc. Co.,
L.P.A.

1128 Standard Building
Cleveland, Ohio 44113
Tel: 216/566-9908
Fax: 216/566-1125



Lakshmi Silks & Crafts

2334 Traymore Rd., University Hts. Ohio
(216) 571-1045 Cleveland



New Arrivals
Regularly

Broad Selection and
colorful New Patterns
of:

- Custom Tailored **Salvar Kameez**
 - Women's Salvar Suits (silk/Chiffon/cotton)
 - Men's Kurthas (silk/cotton)
- Mysore Silks (Printed & Plain with zari)
- Kanchi Silks
- Cotton Sarees Silk/Cotton blends & Blouse pieces

Come and visit us on our New Arrival !
Free Saree Falls, with a purchase of a saree
Call us for any Special request /needs such as
Wedding and special occasions.

শারদোৎসব : এই প্রবাসে

অমিয় কুমার সরকার

প্রবাসী বাহালীদের কাছে শারদীয়া দেবীর শুভাগমণ ঘটে ব্রিটিশ এয়ার ওয়েজ, কে.এল.এম. বা এয়ার ইন্ডিয়াতে। অষ্টক শীতল্যন্ডে সেই দেবী এখন ন্যমূর্তি খালন করছেন এখানকার প্রবাসী পট্টুয়াদের হাতে। অপূর্ব, অপক্সপা সে মাতৃমূর্তি দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়, ভক্তিতে মন ভরে ওঠে। এই মাতৃদেবীর পঞ্জিকা মতে এয়ার দোলায় আগমণা ফলং মড়কং। কিন্তু মড়কটা লাগবে কোথায়? এমন ঐশ্বৰ্যে ভরা দেশ, ধন-ধান্য-পুষ্প, ডলারের ঝনঝনানিতে মড়কেই মড়ক লাগার অক্সা। দেশের কথা ভাবলে ভয় হয়, সত্যি সত্যি কোথাও বা ভয়মহ অভিশপ্ত হাংকংর উঠেছে নয়তো রাজনৈতিক দলাদলি হনাথানিতে অাপন মানুষজন বিধ্বত বিপর্যত।

শীতল্যন্ডের দশভূজার কাছে প্রার্থনা করব তলেজলে, মন্ত্রভাতে দেশের আত্মীয়স্বজন পরিজনকে সকল সুখ রেখা মা। অল্প এখানে দুটো দিন আমরা একটু প্রাণখুলে ঘেসে বেঁদে গান গেয়ে নেব। উৎসবের দিনে কালার কক্ষায় অনেকে আপত্তি তুলতে পারেন কিন্তু তেমন অস্বাভাব্য বেউ বেউ নিশ্চয়ই পড়েছেন- 'জুড়ে দে মা বেঁদে বাঁচি।'

পাঁচদিনের দুর্গাসব প্রবাসে সর্বএ উইক-এন্ডে ঠেবেছে। দুখের সাথ ঘেলে মিটিয়ে নিতে হবে। কণ্ঠের ঘাণিতে পিষে দুদিন মনের আনন্দে ঈফ ছাড়তে চাইছেন অনেকেই। প্রবাস জীবনের আলো-আঁধারি, অনন্দ-বেদনা, অশা-নিরাশা, শাসি-কালনা, ভক্তো-মন্দ সব কিছুই দুর্গতিনাশিনীকে সমর্পণ করে কক্ষয়াজে প্রার্থনা কক্ষ-ঘাণা, তোমাকে প্রতি বছরই যেন এমনি করে কাছে পাই।'

শরতের নির্মল অকাশে এখন সাদা মেঘের ভেলা। শিউলি বা কশফুলের দেখা মেলেনি। এখানকার প্রকৃতির রু ক্রমশঃ পল্টে যাক্কে। একদিকে শীতের হাতছনি, অন্যদিকে শরৎখী গাছে গাছে পাতায় পাতায় চারিদিকে মোহময় রূপ কিতায় করে রেখেছে। বয়ক সহস্র যোজন দূরে পুজোর-গন্ধ প্রাণ ভরে টেনে নিয়ে দশভূজা মাঁকে বরণ করতে সক্ষমই উৎসুক। টারের অগমনী বাজনটা মনের কোথায় যেন কাঠি বাজিয়ে চলেছে। মা আসছেন।

প্রসংহতঃ একটা কথা না বলে পারছি না। পনেরো বছর আগা দশভূজা মাঁকে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে 'কীয় সংকৃতি সংস্কার তসুরোখে কলকাতা থেকে এখানে পাঠিয়েছিল। ব্যবস্থাপনায় এটি ছিল না। পুজোর অনুষ্ঠানিক

*Season's Greetings
to the
Bengali Community*

**SONJA K. GLAVINA, D.D.S. Inc.
ALEXANDRA UKMAR, D.D.S.**

**Dentist for Adults and Children
Call for a Complimentary Visit**

**Richmond Heights, OH 44143
27127 Chardon Road
216/943-1117**



STATE FARM INSURANCE COMPANIES Home Office: Bloomington, Illinois

**TOM DEVINS
Agent**



**22574 Lake Shore Blvd.
Euclid, Ohio 44123**

Off.: 731-1440

জিনিসপত্রের সঙ্গে গো-চোরের ছাফট শিশিটি সেদিন ফুটে পুরে দিতে জুলিনি। সেই যে মা সেদিন এখানে এলেন, দিব্যি জীবিত্য বসে হাজির নিজেই মহিমায়। পেছন ফিরে আর তাকাননি। মাতৃমুর্তিতে কলিডল্যাডে সেই প্রথম মাতৃবন্দনার সুর। এ বছরের পুজোয় উপস্থিত থাকতে পেলে পরমানন্দে আমার বুক ভরে যাবে। অনন্দোৎসবল সম্বন্ধে মাঝে দর্শন করে হঠাৎ নতুন করে উপলব্ধি করছি তিনি সকলের মা স্বদেশী, বিদেশী, প্রবাসী, সকলের।

হাই-টেকের দৈনন্দিনে পৃথিবীটা আজ কত ছোট। আমেরিকা আর ভারতবর্ষের দূরত্ব ব্যর্থান করে ঘুচে গেছে। দূরের মানুষ আজ কত কাছের। পৃথিবীর ধর্ম, স্মার, কৃষ্টি, বিজ্ঞান সব কিছুই আজ মিলে মিশে এক-করা। আর অম্বাং হই না, যখন দেখি জাপানী-দুহিতা এখানে নিষ্ঠাভরে সন্তোষী মার ব্রত উদ্‌যাপন করেছেন অম্বাং অম্পনারজিত পুজার তখনে আমেরিকান সাহসেরা ভক্তি সহস্রগুণে অগলিতরে প্রসাদ গুহনে ব্যত।

অদূর ভবিষ্যতে কলিডল্যাডের মাতৃবন্দনার অনুষ্ঠানে অনন্দের অংশ নিতে স্বদেশ থেকেই একদিন হয়তো পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করা যাবে নয়তো কম্পিউটারে একদিন দেবীর আশ্রয়, মহাপূজার নিষ্ঠা, বিসর্জনের বিদায়-দৃশ্য সব কিছুই ফুটে উঠবে। জীবনের সঙ্গে কম্পিউটার অম্বাংভাবে জড়িয়ে গেছে। কাজে-কর্ম, বিবিধ প্রয়োজনে, অর্থাভেদে অনুসন্ধান, ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় এমন কি অম্বার বিনোদনে কম্পিউটারই সবচেয়ে বড় সহী। দৈনন্দিন জীবনে হাই-টেকের অনুপ্রবেশ মানুষকে ক্রমশঃ স্বপ্নাতীত লোকে নিয়ে চলেছে। মানুষ আজ স্বপ্ন দেখা ভুলে যাবে। প্রকৃতির কাছ থেকে যত দূরে সরে যাবে একটা শূণ্যতা ক্রমশঃ আমাদের গৃহ ব্যত। ভয় হয়, হাই-টেকের অগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ফলগাও বুদ্ধি পাল্লা দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

মানব সভ্যতার এই সংকটে প্রকৃতির কাছ ফিরে গিয়ে শক্তিরপিনী মাকে নতুন করে আবিষ্কার করতে হবে। চিনতে হবে। মা ছাড়া আমাদের অন্য কোনও গতি নেই। তিনি দুঃতিনাশিনী। উন্মুক্ত নির্মল পরিবেশে, বিজ্ঞানের আশীর্বাদ মাধ্যম নিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে হাত ধরাধরি করে জীবনের স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে হবে

• PAL • SECAM • NTSC • PAL-M • MESECAM •

A.I.V. LATEST DIGITAL CONVERTERS
NOW INSTALLED! PRICE BREAKTHROUGH!

FULLY DIGITAL
COPY GOOD AS ORIGINAL

• VIHS • VIHS-C • SVIHS • BETA • 8MM • 3/4 UMATIC

22⁹⁵

PER TAPE

• GET EXTRA SIMULTANEOUS COPIES
FOR SAME CLEAR PICTURE AS
ORIGINAL - ONLY 12⁰⁰ EACH

• WE SUPPLY ALL TAPE STOCK.

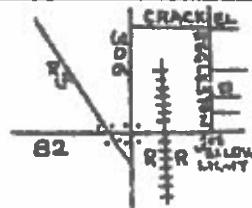
- MAX. 3 HOURS
- ADD'L HOURS 5⁰⁰ EA.
- SHIPPING 2⁰⁰/ORDER
- TAX IN OHIO 1⁵⁰ EA.
- CHECK OR. M.O. WITH ORDER PLEASE FOR QUICK TURNROUND

- QUALITY IS GUARANTEED
- 24 HOUR TURNAROUND AVAILABLE
- SAME DAY SERVICE AVAILABLE (APPT.)
- MAIL, UPS OR DROP OFF TAPE

TELEPHONE (216) 562-8983 FAX (216) 562-9990

NTSC • PAL • SECAM • NTSC

ADVANCEMENT INTL VIDEO
595 CIRCLEWOOD DRIVE
AURORA, OH 44202



আমাদের। তবেই আমরা নতুন বছর খঁচবা। শতাব্দীর এই অন্তিম মুহুর্তে সেটার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী, কারণ মানুষকেই আবার স্বপ্ন দেখে অনেক পথ চলতে হবে।

দেবীর এবার গজে গমন। ফল শস্যপূর্ণা কসুম্বরা। মা কসুম্বরা এখানে তো সফসময়ে অব্ধপণ হাতে ঐশ্বর্য আর ধরে ধরে নেহ-শব্দরা-হীন দুখ, দই, মাখন, ঘি বিলোচ্ছেন। শসের হিমবনিকেশ এখানে বছর উঠতে পারিনি। অপর্য়ান্ত নিষ্ঠেজাল খাদ্যসাস্যে এখানকার ভাঙার বণায় বণায় পূর্ণা পরিমিত কেলস্টোইক্লু আর ক্যালোরির নিষ্ঠুত খাঁধনে ফীণাহ দেহ-সুসমার ট্রাডিসন্ আজও সমানে বয়ম চলছে। এই দেশটা স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্যের পূজারী। এখানেই তো জুবন ভোলনো শক্তিরপিনী মাতৃবন্দনার শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান।

কলকাতার বিখ্যাত সব পুজামন্ডপের আলোর রোশনাই, জাঁকজমক, মাইবেশ শব্দদুষণ, হৈ-হল্লাড় আর খাঁধতাহা জনস্বেতের মধ্যে আমার চেনা মাতৃমূর্তিটা অনেকদিন হারিয়ে গেছে। চোখখাঁধনো পরিবেশে মাঝে আর খুঁজে পাই না। প্রবাসের মাতৃবন্দনায় এই নিষ্ঠা, পবিগতা, আন্তরিকতা আর মাতৃমূর্তির মনোমোহিনী রূপ আমাকে মুগ্ধ করেছে। ছেলেকোর পুজোটা আমি খুঁজে পেয়েছি এখানে। এই দুদিন হারিয়ে যাওয়া মাঝে দুচোখ ভরে দেখব মনের সুখে, আর মৃতি ব্রোমন্হন বড়বা প্রবাসে এটাই আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া। শুধু আমার কেন, হয়তো অনেকেরই।

CAROL AND HAROLD HUGHES, CRS

Certified Relocation Counselors
17 Million Dollar Club
Professionals of the Year



1 Realty One



8251 S.O.M. Center Road, Solon, Ohio 44139
(216) 248-2700 Res. (216) 248-9027



Reserve your 1-acre homesite NOW in beautiful Cambridge Park. Just 13 Homesites remaining in this elite community, priced from \$300,000. Model on 41 Windy Hill Lane, Solon, Ohio. Now open Saturday, Sunday 2-5. Located off Bainbridge Road, 1 mile east of Liberty. Also building on Chagrin Highlands, South Side Park, and Forest Hills in Solon and Laurel Springs in Bainbridge, and of course on your personal site.

TRANSCO
CONSTRUCTION INC.

"Solon's Award Winning Builder"



Michael DiSanto Joseph Lally
28820 Miles Avenue • Solon, Ohio • 248-3417